দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 06 FEB 1998
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

68

জাতীয় শিক্ষানীতি-কারিগরি ও উচ্চ শিক্ষা শীর্ষক বৈঠক

মাদ্রাসা শিক্ষা ব্রিটিশ আমল থেকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে

স্টাফ রিপোর্টার ॥ বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদ আয়োজিত গোলটেবিল বৈঠকে বক্তারা বলেছেন, মাদ্রাসা শিক্ষা এ দেশে ব্রিটিশ আমল থেকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। তাঁরা বলেন, মাদ্রাসায় যে শিক্ষা দেয়া হয় তা ধর্মীয় কাজ ছাড়া অন্য কোন কাজে আসে না। তাই এ শিক্ষা খাতে সরকারী অর্থ বরাদ্দ অপচয় ছাড়া অন্য কিছু নয়।

'জাতীয় শিক্ষানীতি— কারিগরি ও উচ্চ শিক্ষা' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে বক্তারা এ কথা বলেন। বুধবার উন্নয়ন পরিষদ মিলনায়তনে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী এএসএইচকে সাদেক। সভাপতিত্ব করেন উন্নয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ডঃ কাজী খলীকুজ্জামান আহমদ। বক্তৃতা করেন আব্দুল্লাহ আল মুতী শরফুদ্দীন, ডঃ কাজী সালেহ আহমদ, কাজী ফজলুর রহমান, এম মুজিবুল হক, ডঃ আইনুন নিশাত, ডঃ জাহেদা আহমদ, অধ্যাপিকা শরিফা খাতুন, অধ্যাপিকা জাহানারা হক, ডঃ গোলাম মহিউদ্দিন, ডঃ আনিস খন্দকার, একেএমএ হামিদ প্রমুখ।

প্রধান অতিথির বক্তৃতায় শিক্ষামন্ত্রী এএসএইচকে সাদেক বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন কোন কাজই করছে না। মঞ্জুরি কমিশনের আইনের সাথে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের আইনের অসঙ্গতি রয়েছে। প্রাইভেট ও কোচিং সম্পর্কে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, এটা ভাল কি খারাপ সেটা প্রশ্ন নয়। দেখার বিষয় হচ্ছে শিক্ষকরা শ্রেণীকক্ষে পর্যাপ্ত শিক্ষা দিচ্ছে কিনা। তিনি আরও বলেন, প্রাইমারী থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত কোথাও শিক্ষার্থীরা পর্যাপ্ত শিক্ষা পাচ্ছে না, যা দুঃখজনক। শিক্ষামন্ত্রী আরও বলেন, রাজনৈতিক মতৈক্য ছাড়া ভাল কিছু করা সম্ভব নয়। জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে শিক্ষানীতি চূড়ান্ত করা হবে বলে মন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন।

আব্দুল্লাহ আল মুতী শরফুদ্দীন বলেন, ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সংযুক্ত করে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের অধীনে আনা যেতে পারে। মাদ্রাসা বোর্ডের আলাদা অস্তিত্ব থাকার দরকার নেই বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন।

অধ্যাপিকা শরীফা খাতুন বলেন, মাদ্রাসা শিক্ষার প্রত্যেকটি সুপারিশে স্ববিরোধিতা রয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির রিপোর্টে, মাদ্রাসা শিক্ষা আলাদা ধারা হিসাবেই থেকে যাচ্ছে।

এম মুজিবুল হক বলেন, মূল রিপোর্টের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নানা অসঙ্গতি ও স্ববিরোধিতা রয়েছে। তিনি বলেন, প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হবে কিনা তা রিপোর্টে উল্লেখ নেই।

কাজী ফজলুর রহমান বলেন, শিক্ষার মাধ্যমে অবশ্যই বাংলা হবে। তবে ইংরেজীকেও গুরুত্ব দিতে হবে। মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের ভালভাবে ইংরেজী শিক্ষা দেয়া যেতে পারে বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন।

গোলটেবিল বৈঠকে প্রায় সব বক্তাই অভিযোগ করেন যে, জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির রিপোর্টে বিভিন্ন অসঙ্গতি ও স্ববিরোধিতা রয়েছে। কেউ কেউ এ রিপোর্টকে বিভিন্ন সাব কমিটির রিপোর্টের সম্পাদনা বলে আখ্যা দেন। বক্তারা বিভিন্ন অসঙ্গতি দূর করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।